



079

শিক্ষা

শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। উন্নতির স্বর্ণ শিখরে পৌঁছাতে হলে আমাদের বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে অবশ্যকই শিক্ষিত করে তুলতে হবে। আমাদের দেশে শিক্ষার হার মাত্র ২৮%। বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী এখনো শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। শিক্ষার মর্ম উপলব্ধি করতে তারা এখনো অক্ষম। ব্যক্তি জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিমীম। শিক্ষা ব্যক্তিকে আত্মসচেতন করে তোলে। শিক্ষা মানুষকে দেশ, জাতি ও নাগরিকের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করে। শিক্ষার প্রভাবেই মানুষ তার অবস্থান, চাহিদা ও প্রয়োজন উপলব্ধি

করতে সক্ষম হয়। শিক্ষা, মানব গুণাবলীর বিকাশ সাধন করে। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ সততা, নৈতিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ইত্যাদি গুণের অধিকারী হয়। মানব-জীবনে এই গুণাবলী বিকশিত না হলে সামাজিক জীবন ভেঙ্গে পড়ত। শিক্ষা ছাড়া সমাজ সভ্যতা অন্ধকারে ডুবে থাকে। শিক্ষাই সমাজ ও সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আলোকবর্তিকা। একজন অশিক্ষিত লোকের চিন্তাধারা, আচার-ব্যবহার, মানসিকতা এবং মূল্যবোধ কখনো একজন শিক্ষিত ব্যক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না। শিক্ষিত

ব্যক্তি সকল প্রকার কুসংস্কারমুক্ত। তার আচার ব্যবহার মার্জিত এবং চালচলন উন্নত। সে নিজে যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ অন্যকেও কিছু দেবার ও অন্যের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করার ক্ষমতা রাখে। শিক্ষার প্রভাবেই এবং শিক্ষার সফলতার জোরেই পৃথিবী আজ ক্রমাগত ছোট হয়ে আসছে। শিক্ষার অগ্রগতির ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ক্রমাগত হ্রাসমান, সুষ্ঠু, ও শ্রীতিকর হয়ে উঠছে। লেনদেন সহজ সাধ্য হয়ে উঠছে। পরিশেষে বলা যায়, মানব সমাজের বন্ধন রক্ষার সেতু স্বরূপ শিক্ষা মানুষের বিবেককে জাগ্রত করে বুদ্ধি

দীপ্ত মনের বিকাশ ঘটায়। শিক্ষার অগ্রগতি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত। মূলতঃ শিক্ষার প্রভাবেই একটি দেশ ক্রমাগত উন্নয়নের পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারে। যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত সে জাতি তত বেশী উন্নত। শিক্ষা একটি জাতির উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। জাতি হিসাবে আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে এবং বিশেষরূপে বৃদ্ধি একটি সম্মানিত জাতি হিসাবে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে।
—ফারহানা ইসলাম জয়